দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 1 DEC 1992 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

169

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি আবার সংশোধিত হচ্ছে

নয়া পদ্ধতি কার্যকর হবে '৯৫ থেকে

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।। এসএসসি পরীক্ষার বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি আবার সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ১৯৯৫ সালের পরীক্ষা থেকে। গত রোববার শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '৯৫ সালের পরীক্ষার্থীদেরকে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাস করতে হলে প্রতি অংশে কমপক্ষে ১২ নম্বর এবং ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রতি অংশে ১৫ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির জন্য প্রশ্নব্যাংকও থাকবে না। বরং নির্ধারিত সিলেবাসের মধ্য থেকে প্রশ্ন করা হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আগামী বছরের পরীক্ষা থেকেই এ সংশোধিত পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; কিন্তু ছাত্রদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রণালয় পিছু হটে এবং আগের পদ্ধতি পুরোপুরিই বহাল রাখে। আগের অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে পাস করার জন্য ন্যূনতম কোন নম্বর নেই এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য ৫শ' প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক রয়েছে। স্থায়ী কমিটির সভা সূত্রে জানা গেছে, সভায় উপস্থিত সকল দলের সংসদ সদস্যই বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, এ পদ্ধতিতে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। তবে তারা তাড়াহুড়ো করে পদ্ধতি পরিবর্তনের বিরোধিতা করলে সভায় ১৯৯৫ সালের পরীক্ষা থেকেই সংশোধিত পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে পরীক্ষা : পৃঃ ১২ কঃ ২

পরীক্ষা : পদ্ধতি সংশোধিত হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ৭৩

সভায় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ পর্যালোচনার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এ আদেশের কয়েকটি ধারার অসঙ্গতি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠায় স্থায়ী কমিটি আদেশটি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আগামী ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত আহ্বান করেছে। এ মতামত পাবার পর কমিটি প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবে এবং আদেশটি সংশোধনের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানান, মাস ছয়েক আগেও বিষয়টি নিয়ে স্থায়ী কমিটিতে বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। রোববারের সিদ্ধান্ত সে আলোচনারই ফল।